Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 112 –122
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র ছোটোগল্পে সমকাল

শংকরদেব মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলী
ইমেইল : profsdm.1979@gmail.com

Keyword
পটভূমি, জীবনসত্য, সমাজসত্য, জীবনদর্শন, সমকাল, জনজীবন, চিহ্ন, কালচেতনা।

Abstract
সাহিত্যের পটভূমি লেখক রুচিভিত্তিক। কালের ক্রমাগত এগিয়ে চলার সাথে সাহিত্যিকের জীবন অভিজ্ঞতারও ক্রমবিবর্তন ঘটে। কালের গতি নিয়ন্ত্রক কোনো কৌশল নেই, এ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। সব সময় না হলেও কখনো কখনো সাহিত্যে কালের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্পের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিচিত্র জীবনসত্য ও সমাজসত্য, লেখকের জীবনদর্শন সমকালের প্রেক্ষিতেই ধরা পড়েছে। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ও কর্মকাণ্ডের চিহ্ন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বেশ কয়েকটি গল্পের কায়াগঠন ও ভাবধারণ করেছে। এছাড়া প্রতিদিনকার চলমান জীবনের ভাষারূপ তাঁর গল্পের অন্যতম বিশিষ্টতা।

সমকালের পটে যে জীবনের বর্ণনা, যে মানবিক অনুভূতির সুললিত কাব্যিক বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সমৃদ্ধ তার আবেদন কোনো দিনই তাৎক্ষণিকভাবে ফুরিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে, বিশিষ্ট সামাজিক পরিকাঠামোতে, বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ যে ছোটোগল্পগুলি লিখেছিলেন তা বর্তমান কালেও পাঠকসমাজের কাছে খুব সমাদর পেয়ে থাকে। এই পাঠক মনোরঞ্জক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ছোটোগল্পের সাহিত্যমূল্য কোনোভাবেই কম নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের প্রেক্ষাপট বিস্তৃত। বিস্তৃত এবং বিচিত্র। দেশকালের বিচিত্র যে বিষয়গুলি রবীন্দ্র ছোটোগল্পের উপজীব্য তার মধ্যে পল্লিবাংলার সমাজ, জীবনচিত্র বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলার নদীমাতৃক রূপ, নিসর্গ, মানব বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক কাঠামো, শিক্ষা, সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, ধর্মীয় আচার-বিচার, মানবিক উৎকর্ষ, প্রেম, বিরহ, মিলন, নির্মল হাস্য-কৌতুক, নারী প্রগতিমূলক চিন্তা-ভাবনা – এককথায় বাংলা ও বাঙালি জনজীবনের সার্বিক জীবন-ধারা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের ছোটো ছোটো আয়তনে একটু একটু করে ধরা পড়েছে। সেই কারণে তাঁর ছোটোগল্পের নানা রকমের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। পূর্বে অনেক বিশিষ্ট সমালোচক যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে সেই কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের সার্থকতা বা সাফল্য এবং অসার্থকতা বা বৈশিষ্ট্যের রকমফের বিষয়ে আলোচনা, চরিত্র বিচার, বর্ণনার ভালোমন্দ বিচার এ ধরণের কোনো উদ্দেশ্য আমরা রাখছি না। সমকাল অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার সময়ের চিহ্ন কতটা তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তার অনুসন্ধান আমাদের কাম্য বস্তু। তবে নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত

কোনো ছোটোগল্পের তালিকা এক্ষেত্রে পূর্ব থেকে নির্ণয় করা থাকছে না। সমকালের প্রতিফলনে রচনা বাস্তব তথা জীবন্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র ছোটোগল্পের শরীরে সমকালের যে চিহ্ন রয়েছে তা তাঁর কালচেতনারই বিশিষ্ট ও শৈল্পিক নজির।

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক সম্পদ। বাংলার জনজীবনকে নানা মাত্রায় তাঁর গল্প উদ্ভাসিত করেছে। বাংলার সমাজ, দেশ-কাল; সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় রীতি-নীতি; সংস্কার, বিশ্বাস; শিক্ষা-সংস্কৃতি; বাংলার প্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র; বাঙালির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তথা শ্রেণী ও অবস্থা-ভেদে বাঙালিমানস তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বহুমাত্রিক বাঙালি জীবনচিত্রনের প্রেক্ষাপট লেখকের সৃষ্টিক্ষম জীবনের সুবৃহৎ কাল (১৮৭৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত, তেষট্টি বছর; মতান্তরে ১৮৭৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত, চৌষট্টি বছর)। লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এ ধরণের সংখ্যাতত্ত্ব-প্রয়োগ ফলাফল যথার্থ নাও হতে পারে। তার কারণ, অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা, বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি মানবচরিত্র-চিত্রণ-শিল্পীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ভাবে তুলে ধরতে পারে। চলমান সময় সব কিছুই দূরে সরিয়ে দেয়, সৃষ্টির পালে স্রষ্টার চিহ্ন ক্রমশ অগোচর হয়ে ওঠে; বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। অগোচর হওয়া সময়কে ধরে রাখবার প্রকৌশল সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, সৃজ্যমান সাহিত্য ও সাহিত্যিক একই সময় স্রোতের অনুকূলে সঞ্চরমান। তাই লেখকের জীবন-পরিসর প্রবাহিত সময়ধারায় এক স্বর্ণদ্বীপ। পিছন পানে ছুটে চলা সময়ের বিপরীতে স্থির কীর্তি স্থাপন সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। ওই কীর্তির সাথেই বর্তমান কালের সংযোগ রচিত হয়। আমরা রবীন্দ্র-কীর্তির সংযোগ সরণী ধরে সমকালের চিহ্ন সন্ধান করতে চাই। সংক্ষিপ্ততার দোহাই না দিয়ে, সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে চাই।

জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে গ্রামবাংলার সাথে নিবিড়ভাবে তাঁর পরিচয় হয়। সেই অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে গল্প কায়ায়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'সোনার তরী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে,

> "বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এসেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।"[১]

বীরভূমের (শান্তিনিকেতনের) কর্মযজ্ঞের মাঝেও রবীন্দ্রনাথের "মোটর চলা কলমের" থেকে আধুনিক জীবন-সম্পৃক্ত ছোটোগল্প বেরিয়েছে। হেমন্তবালাদেবীকে একটি পত্রে গল্পের বাস্তবতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, -

> "একটা কথা মনে রেখো, গল্পটা ফোটোগ্রাফ নয়।"[২]

আমরা জানি সাহিত্য রচনায় মানবজীবনসম্ভব কিছুটা কল্পনার আশ্রয়ও লেখককে নিতে হয়।

'তিনসঙ্গী' গল্প গ্রন্থের 'শেষ কথা' গল্পের 'পরিশিষ্ট' অংশে এবং 'গল্পগুচ্ছ' (অখন্ড সংস্করণ) গ্রন্থের 'ছোটো গল্প' গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখেছে, -

> "মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলেছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রং রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।"[৩]

মানুষের জীবন - সম্ভব ঘটনাধারায় 'সংক্ষিপ্ত', 'অনিবার্য', 'দৈবলব্ধ' ছোটোগল্পের 'ফলে ওঠা'-র বিষয়টি সর্বসাধারণের মনোগ্রাহী করে ব্যক্ত করার জন্য বিশেষ ক্ষমতাশালী লেখকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। বাংলা ছোটোগল্পের সন্ধানী

পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে, রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সার্থক সৃষ্টিকর্তা, ছোটোগল্পের সংজ্ঞা – স্বরূপ – বৈশিষ্ট্য নির্ণয়কারী; একজন শ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পকার। ছোটোগল্পের সংজ্ঞা হিসাবে তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' (১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ লিখিত) কবিতার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করা হয়। কিন্তু 'বর্ষাযাপন' কবির বর্ষার আকাশ-মাটির মিলনের অবসরে, স্মৃতির সরণী বেয়ে একান্ত আবদ্ধ নিজস্ব মনের গভীরে অবগাহনের ইচ্ছায় ব্যক্ত শাশ্বত রসায়নও। এই কবিতার দু'টি অংশে (আলাদাভাবে) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত, -

"মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে –
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।"[৪]

দ্বিতীয়ত, -

"জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল –
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো –
ক্ষণ–অশ্রু ক্ষণ–হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই-সব হেলাফেলা নিমেষের লীলাখেলা
চারি দিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।"[৫]

ছোটোগল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই আপনার ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে চান গল্পে। এবং অজ্ঞাত, অখ্যাত, অসমাপ্ত, অকালে বিচ্ছিন্ন অপূর্ণ জীবনের কত ভাব, ভয়, ভুল; হেলা, হাসি, কান্নায় ভরা সংসারের প্রতিদিনকার বিস্মৃতিকে প্রতিফলিত করতে চান। এই কবিতা ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথের মানস প্রস্তুতির দলিল।

মূলত উনিশ শতকীয় জীবনধারার বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং বিশ শতকের আধুনিক ও আধুনিকতম জীবন-স্পন্দন রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের মালায় ধীরে ধীরে স্নায়ুজালের মতোই বিস্তারলাভ করেছে। নারীশিক্ষা-বিস্তার ঘটছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটছে, শিক্ষিত সমাজে পূরনো ধ্যানধারণা বর্জনের মানসিকতা ধীরে ধীরে জাগছে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে, শহর কোলকাতার চঞ্চল বিচিত্র জীবনের কথা, জীবিকা সন্ধানে ও শিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে কোলকাতা শহরকে বেছে নেওয়া, নানা সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, নব্য শিল্প-বানিজ্য ব্যবস্থার আশ্রয়ে নব্য পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব রাজধানী কোলকাতার নিজস্ব সন্তান। শ্রমিক, মজুর, অফিসের কর্মচারী, ফেরীওয়াল, যাত্রাওয়াল, গাড়োয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এবং এদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা উপকরণের মধ্যে খবরের কাগজ এবং থিয়েটার ছিল প্রধান।

মানবীয় বাস্তব পৃথিবীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ যুবতী (শৈশব বিধবা) কমলার আত্মবিসর্জন উনিশ শতকীয় হিন্দু সংস্কারেরই অঙ্গ। 'ঘাট' হ'ল অচল অনড় স্থানু রক্ষণশীল সমাজের প্রতীক। অনেক দিনের অনেক অবস্থান্তরের সাক্ষী জীর্ণ ঘাট। বিধবার আত্মদ্বন্দ্ব নেই, 'ঘাটের কথা' কমলার প্রেমাকাঙ্খার স্বীকৃতি দিয়েছে। সে প্রেম ভুলতে পারবে না, তাই সে জলে ডুবে মরেছে।

'দেনাপাওনা'র প্রগতিশীল ডেপুটি মেজিস্ট্রেট তার স্ত্রী নিরুপমার প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে একটু বেশী বিলম্ব করে ফেলেছেন। ভদ্রলোকের ভাবনা ও ব্যবস্থাপনার শুভযোগ তৈরি হয় নি। বিয়ের দিনের পণজনিত সমস্যার বিষয়ে অবগত হয়েও সে সম্পর্কে মা-বাবাকে বোঝানোর মতো সৎ সাহস উনিশ শতকের শেষ দিকের উচ্চশিক্ষিতদের মনে জাগে নি। শিক্ষার প্রভাবে বিবাহ সভায় কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করেছেন। বরপণের টাকা নিরুপমার স্বামী চায় না, এ কথা নীরু তার বাবাকে ব'লেছে।

উলাপুর গ্রামের সাব - পোস্টমাস্টার 'কলিকাতার ছেলে'। কাজের চাপ কম। প্রকৃতির সান্নিধ্যে মাঝে-মধ্যে কবিতা লেখেন। একদিন তার আশ্রিতা গ্রাম্য বালিকা রতনকে বললেন, -

> "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।"[৬]

তার এই ইচ্ছাতে সুরুচির প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে 'গিন্নি' গল্পে উত্তম পুরুষের জবানীতে বিদ্যালয় শিক্ষার যে মর্মান্তিক বর্ণনা পাওয়া যায়, তা রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব'লে মনে হয়।

> "ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নীচে আমাদের পন্ডিত ছিলেন শিবনাথ।" [৭]

তিনি ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিকভাবে পীড়ন করতেন, অকথ্য গালিগালাজ করতেন।

> "বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথ পন্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করতেন।" [৮]

সেইসব নাম অবশ্যই ছেলেদের চেহারা, স্বভাব ও ঘটনাকেন্দ্রিক খ্যাপা নাম।

রামকানাই, লোকটির স্বার্থবুদ্ধি ছিল না। তিনি এবং তার দাদা গুরুচরণ উভয়েই সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তি। বড়ো ভাই গুরুচরণ ডাফ সাহেবের ছাত্র ছিলেন। অনেক অন্ধ সংস্কারকে তিনি ছাড়তে পেরেছিলেন এবং নব্যবঙ্গ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষাবিদ ডাফ সাহেবের উল্লেখে এ গল্পের ঘটনাক্রম উনিশ শতকের শেষ দিকের বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

খ্যাতি ও অর্থাগমের আশায় স্ত্রীর অত্যুগ্র উৎসাহে 'কলিকাতায়' গিয়ে তারাপ্রসন্ন স্ত্রীর গহনা বন্ধকের টাকায় 'বেদান্ত প্রভাকর' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। সমালোচনার জন্য 'গৌড়বার্তাবহ', 'নবভারত', 'যুগান্তর', 'শুভজাগরণ', 'অরুণালোক', 'সংবাদতরঙ্গভঙ্গ' প্রভৃতি ছোটো বড়ো প্রায় সব পত্রিকার সম্পাদকের কাছে গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তার পক্ষে ও বিপক্ষে লেখা বের হ'লেও অর্থাগম হ'ল না। এ এক ব্যর্থ লেখকের কাহিনি। শরৎচন্দ্রের পূর্বে লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণের কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ছিল না।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'–এ রাইচরণের ত্যাগের (জীবনসর্বস্ব) মহিমা প্রাধান্য পেয়েছে। এর পাশাপাশি একটি বাঙালি সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত শিক্ষার ধারাটি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাবুদের ছেলে অনুকূলবাবু মুন্সেফ, মুন্সেফের ছেলে জজ হবে, এটা রাইচরণের বিশ্বাস। লেখক সময়ের উল্লেখ করছেন এবং অতীতকে স্মরণ করছেন,

> ক. "যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে...।" [৯]
>
> খ. "যখন সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিত মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।" [১০]
>
> গ. "যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গবর্মেন্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্ত নিলাম হইয়া যাইত।"[১১]

'কঙ্কালে'র ঘটনাপ্রবাহ ১৮৫৬ সালের পূর্বের। 'মুক্তির উপায়' গল্পে –

> "হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হয়।" [১২]

'ত্যাগ' আসলে ত্যাগ না করারই গল্প। কমলা বালবিধবা, এ অতীত জেনেও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হেমন্ত তার পিতার বিরোধীতা করতে সাহস পেয়েছে। দেশসেবাব্রত গ্রহণ করে 'একরাত্রি'র নায়ক অনুশোচনায় দগ্ধ। অবশ্য তার বাবার মৃত্যুই তার আদর্শ চ্যুতির তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে মনে মনে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। 'জীবিত ও মৃত' গল্পে কাদম্বিনীর সই যোগমায়ার সাথে কাদম্বিনীর পত্রালাপ চ'লতো – অর্থাৎ সে পড়াশুনা জানা একজন মহিলা। 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে দরিদ্র বৈদ্যনাথ –

"একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"[১৩]

('রীতিমত নভেল' গল্পেও খবরের কাগজের প্রসঙ্গ আছে।) দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রবাসীরা দেশে ফেরার সময় সঙ্গে আনছেন,

-

"টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা, ছাতা, কাপড়; এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স, সাবান, নতুন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেলতৈল।"[১৪]

গল্পের বই-এর প্রসঙ্গে বাঙালির অন্দরমহলের উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায় কাবুলি ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা রবীন্দ্র সমকালের দৈনন্দিনের ঘটনা ছিল। পড়াশুনার জন্য গ্রাম্য বালক ফটিক কোলকাতায় এসে মাতৃস্নেহবঞ্চিত অবস্থায় নিতান্ত অনাদরের পরিবেশে প্রাণ হারায়। তার চিরকালের ছুটি প্রাপ্তি ঘটে। কোলকাতার বাসায় কনে দেখার তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পিতা বাণীকণ্ঠ তার বোবা মেয়ে সুভাকে পরের হাতে সমর্পণ করে নিজের জাতি ও পরকাল রক্ষা করলেন।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পে দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য ("লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।"[১৫]) নিবারণকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। ম্যাকমোরান কোম্পানির হেডবাবুটি আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভেঙেছেন। পৈত্রিক বাড়ি বিক্রি করে কোম্পানির টাকা ফেরত দিতে হয়েছে। গল্পাংশ –

"বহু কষ্টে হাতের বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরি গেল।" [১৬]

নিবারণ পুরুষানুক্রমের চাকরি খুইয়ে ভাঁড়া বাড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হলেন। বালক বয়সে দিদিমার কাছে রবীন্দ্রনাথের রূপকথা শোনার স্মৃতি-বিজড়িত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে 'অসম্ভব কথা' গল্পে। আগেকার দিনের কথক ও শ্রোতা এবং পরবর্তী কালের লেখক ও পাঠকের স্বভাবের পার্থক্য এ গল্পে ধরা পড়েছে।

রুই পরিবারের দুই জায়ের দ্বন্দ্বের যে উপমা লেখক 'শাস্তি' গল্পে তুলে ধরেছেন, তাতে কালের ছাপ খুবই স্পস্ট রেখায় ফুটে উঠেছে, -

"তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ছড় খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।" [১৭]

যে গ্রামের ঘটনা, সেই গ্রামে পোস্ট অফিস ও স্কুল আছে।

'সমাপ্তি' গল্পে – অপূর্বকৃষ্ণ কোলকাতা থেকে বি.এ. পাশ করে দেশে অর্থাৎ গ্রামে ফিরছে। এর পর আইন পড়বে। সে মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করে। নূতন কালের চলতি রীতি অনুসারে মায়ের কাছে জেদ ধরেছিল, বি.এ. পাশ না করে বিয়ে করবে না। মেয়ে না দেখে বিয়ে করতে সে চায় না। মেয়ে দেখতে গিয়ে সে জেনেছে, মেয়েটি তখন পড়াশুনা করে। তার পাঠ্য বিষয়ের তালিকা, -

"চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস।" [১৮]

অপূর্বর স্ত্রী মৃন্ময়ীও লিখতে পড়তে জানে। অপূর্বকে চিঠি লিখে দাসীর হাত দিয়ে ডাকে পাঠিয়েছে। (এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই আমাদের দেশে আধুনিক ডাক-ব্যবস্থার বিস্তার ঘটতে থাকে।) তবে নারী শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে পারিবারিক পুরুষতান্ত্রিকতা প্রাথমিক ও প্রবল বাধা ছিল। নারী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগের চিত্রটি খুবই স্পষ্টভাবে 'খাতা' ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। সেকালে বাল্যবিবাহ ছিলো নারীশিক্ষা বিস্তারের আরেক প্রধানতম অন্তরায়। 'খাতা'র উমাকে বাপের বাড়ির তরফে নিজের দাদা এবং শ্বশুর বাড়ির তরফে স্বামী ও ননদেরা লেখাপড়ায় বাধা দিয়েছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় গিরিবালার দাদারা তাকে পড়াশুনা শেখাতে চায় না। তার বাবা হরকুমার তো যুগপ্রভাবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদারপন্থী শিক্ষিত জনদরদী মানুষকে কীভাবে অকারণে অপমানিত হ'তে হয়েছে শশিভূষণ (এম.এ., বি.এল.) ('মেঘ ও রৌদ্র' - গল্পে) তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তার সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ আছে, সে ব্রিটিশ বিরোধী – স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত; একথা প্রশাসকের কাছে ব্রিটিশ অপশাসনের বাহন, দেশীয় স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রতীক হরকুমার জানিয়েছে।

'সমস্যাপূরণ'-এর ঝিঁকড়কোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার, 'নিশীথ'-এর জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু, 'বিচারক'-এর জজ (স্ট্যটুটরি সিভিলিয়ান) মোহিতমোহন দত্ত - এঁরা সেকালের টাইপ চরিত্র। 'ঠাকুরদা' গল্পের নয়ানজোড়ের জমিদার বংশের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী, 'মানভঞ্জন'-এর গোপীনাথ শীলও তাই। গোপীনাথের স্ত্রী গিরিবালা সেকালের এক প্রতিবাদী চরিত্র। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে মনোরমার চরিত্রে নটী হিসাবে গিরিবালা সমকালের একটি সুন্দর পরিকল্পনা। কোলকাতার নব্য অর্থবান রমানাথ শীলের মৃত্যুর পর ছেলে গোপীনাথ প্রভূত ধন হস্তগত করে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন শুরু করে। থিয়েটারের অভিনেত্রী লবঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ঘরের বধূ গিরিবালা অতুলনীয় রূপ-যৌবন–লাবন্য থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষিত হয়। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে অবশ্য এমন ছিল না।

'ঠাকুরদা' গল্পের কথক এম.এ. পাশ করা একালের বড়লোক পিতার একমাত্র পুত্র। তার পিতা নিজের চেষ্টায় ও বহু পরিশ্রম, বুদ্ধিকৌশলে নানা প্রলোভন ও লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করে ধন সঞ্চয় করেছেন। এই হিসাবী পিতার পুত্র তার পিতার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সে জানাচ্ছে, -

> "শূন্যভান্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।"[১৯]

ঐতিহাসিক খ্যাতির মৌখিক প্রলাপ আর ধনকৌলিন্যের বাস্তব চমকের মানস দ্বন্দ্ব এ গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত জয় হয় মানবিকতার। এ গল্পের নব্যধনতন্ত্রের বিজয় ঘোষণার সাথে সাথে কোলকাতার নব্য উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কালচিহ্ন রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। অবস্থাপন্ন ঘরের উচ্চ-শিক্ষিতরা অনেকসময় আপন পরিচিত পরিমন্ডল ছেড়ে দূরে কোথাও চাকরী বা ব্যবসায় করতে চাইতেন না। অম্বিকাচরণ, জমিদার মুকুন্দলালবাবুর নাতনী ইন্দ্রাণীর স্বামী। ইন্দ্রাণীর স্বামী সম্পর্কে মনের ভাবনাটি এরকম, -

> "তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্তে বিনোদের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন।"[২০]

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পেও ঠিক এই রকমেরই একটি চরিত্রের দেখা মেলে। অনাথবন্ধু অবশ্য শ্বশুরের টাকা চুরি করে বিলেত পাড়ি দিয়েছে। এখানে সে একটু ব্যতিক্রমী, ব্যারিস্টার হয়েছে এবং বিদেশে গোপনে পুনরায় বিয়ে করে দেশে ফিরেছে।

'মাস্টারমশায়' (১৩১৪/১৯০৭) গল্পের ভূমিকায় কোলকাতার ময়দান, ভবানীপুর – বিরজিতলাওয়ে, পার্ক স্ট্রীট, রেড রোড – এর উল্লেখ এবং অধর মজুমদারের তিন পুরুষের পারিবারিক নানা অবস্থান্তরের বর্ণনায় কালের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে নূতন বিলাত ফেরত যুবকের অভ্যর্থনার জন্য বন্ধুমহলে একটি খানার ব্যবস্থা হয়েছিল, তারই মাস্টারমশায়ের জীবন-সংকটের জন্য সে নিজে দায়ী। মাস্টারমশায়ের অফিসের তহবিল থেকে তিন হাজার টাকা চুরি করে সে বিলাতে গিয়েছিল।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে অতীত ইতিহাসের ঘটনা বর্ণিতব্য হলেও রবীন্দ্র সমকালের কথা রয়েছে। লেখক এবং তার আত্মীয় (থিয়সফিস্ট) পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ করে কোলকাতায় ফেরার পথে একজন ভদ্রলোকের সাথে হয়। তিনি পৃথিবীর সব বিষয়েই ধারণা রাখেন। লেখক জানাচ্ছেন, -

> "রুশিয়ানরা যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমনসকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে,"[২১]

এ সবই ভদ্রলোকের জানা। আরেকটি বিষয়, কোলকাতায় ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা চলে, এ গল্প সমকালকে ছুঁয়ে থেকেছে।

'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের থেকে একটুখানি উদ্ধার করছি, -

> "আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা,"[২২]

শনিবার অর্ধদিবস ছুটি। স্কুলে পূর্ণদিবস ছুটি চালু হয় ১০ই জুন, ১৮৯০ সাল থেকে। 'দুরাশা'র ঘটনা সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে শুরু, শেষ ১৮৯৫ সালে। 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পে পাচ্ছি, ব্যবসা করে বৈদ্যনাথের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। ফলে পল্লীগ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় তিনি বড়ো বড়ো বাড়ি কিনছেন। 'ডিটেকটিভ' গল্পে কোলকাতার কলেজ-ছাত্র মন্মথ ফেল করেছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে তাই সে বাড়ি যায় নি। 'অধ্যাপক' গল্পে সমকালের ছাপ স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র মহীন্দ্র প্রবন্ধ, নাটক, কাব্য, প্রহসন প্রভৃতি সাহিত্য রচনার অভ্যাস করে। সহপাঠী মহলে এজন্য সে বিশেষ একটু কদর পেয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য লেখকদের অনুকরণই ছিল মহীন্দ্রের অবলম্বন। নবনিযুক্ত অধ্যাপক মহীন্দ্রের ত্রুটি শুধরে দেওয়ায় সে ক্ষুব্ধ। এই নবীন অধ্যাপক সম্পর্কে তার মন্তব্য হ'ল, -

> "ইহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অল্পদিন হইল এম-এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনিসাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত; আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাহাঁকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।" [২৩]

মহীন্দ্র আরও জানিয়েছে, -

> "আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজকালকার একজন সুবিখ্যাত লোক, ...আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁকে বামাচরণবাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।" [২৪]

বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর মহীন্দ্র নিজের সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে ফরাসডাঙায় বাগান বাড়ির নির্জন অবসরে বামাচরণকে আদর্শ করে একটি প্রহসন লিখতে পেরেছে। মহীন্দ্রদের বাগানের উত্তরদিকে, পাশাপাশি বাগানবাড়িতে কিরণবালা ও তার বাবা ভবনাথবাবুর সাথে পরিচয় হয়। এবারের পরীক্ষায় কিরণবালা দর্শনে সাম্মানিক হয়েছে এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। মহীন্দ্র ফেল করেছে। নারী প্রগতির একটি দিশা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া প্রচলিত সংস্কার ও প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্বে সেকালের শিক্ষিত সমাজ আন্দোলিত হ'চ্ছে তার প্রমাণও এই গল্পে আছে। যেমন-

> "সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙলার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগযুদ্ধ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন..." [২৫]

ঘটনাক্রমে ব্রিটিশ রাজভক্ত পরিবারের ছেলে নবেন্দুশেখর এমন পরিবারে বিয়ে করে, যারা ব্রিটিশ বিরোধী কংগ্রেস দলে চাঁদা দেয়, স্বদেশ ভক্ত। সেই পরিবারের বড়োভাই প্রমথনাথ বিদ্যায় বি.এ. এবং বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন। এই পরিবারের মেয়েরাও লেখাপড়া জানে। কংগ্রেস সংশ্রবে নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব লাভ হ'ল না। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, মহারাণীর জন্মদিনে দেশীয় জমিদার বা বেনে বা অর্থবান লোকদের খেতাব বিতরণের রেওয়াজ ছিল। তাই বলা যায়, এ গল্পের ঘটনাকাল বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের।

'মণিহারা' গল্পের কথক স্কুলমাস্টার। নায়ক ফণীভূষণ পড়াশুনা জানা লোক, খাঁটি ইংরাজি বলতে পারতেন। দাড়ি রাখতেন। সাহেব ব্যবসায়ীরা তাকে নব্যবঙ্গ বলে মনে করতো।

'সদর ও অন্দর' এর রাজা চিত্তরঞ্জন বি.এ. পাশ। থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গল্পটির রচনাকাল ১৯০০ সাল।

'উদ্ধার' –এ আছে, পরেশ পশ্চিমের একটি ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করে। 'ফেল' – এর নন্দ বি.এ. পাশ, নলিন এনট্রেন্স ফেল।

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' – এ জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরীর পুত্র বিভূতিভূষণ রাজশাহিতে তাঁর উকিলের তত্ত্বাবধানে কলেজে পড়ে।

'রাসমনির ছেলে' গল্পে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির আশায় পিতা-মাতার সন্তানকে পড়াশুনায় উজ্জীবিত করা এবং কোলকাতার মেসে থেকে কালীপদর কায়ক্লেশে চরম কষ্টের মধ্যে জীবন-প্রদীপ কোনো রকমে টিকিয়ে রাখার লড়াই উঠে এসেছে। কিন্তু মেসের বন্ধুদের দেওয়া অপ্রত্যাশিত মানসিক আঘাতে তার জীবনে চরম পরিনতি নেমে আসে।

'হালদারগোষ্ঠী'র গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার বংশের জমিদার মনোহরলালের ছোটো ছেলে বংশী কোলকাতায় আইন পড়ে। সে জ্বরে মারা যায়।

'হৈমন্তী'-তে হৈমন্তীর স্বামী বি.এ. পড়ছে। হৈম তার বাবার কাছে লেখাপড়া শিখেছে।

'নষ্টনীড়' পরিধিতে সবচেয়ে বড়ো এবং মনস্তাত্ত্বিক রবীন্দ্র ছোটোগল্প। নিতান্ত সখ করে এবং সময় খরচের জন্য শ্যালক উমাপতির উৎসাহে ভূপতি একটি ইংরেজি খবরের কাগজ বের করেছিল। অল্প বয়সের সম্পাদকি নেশায় মেতে দীর্ঘ **১২**টি বছর অতিবাহিত করার পর সে দেখলো, দাম্পত্য জীবনে প্রচুর শূন্যতা তৈরি হয়েছে। বালিকাবধূ চারুর দাম্পত্যের শূন্যতা ভরাট করেছে ভূপতির পিসতুতো ভাই, কলেজ পড়ুয়া অমলের নানান সৌখিন আব্দার। চারু লেখাপড়া ভালোবাসে। সেইসূত্রে সমকালের নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য তারা একত্রে পাঠ করেছে, সমালোচনা করেছে। পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছে। সরোরুহ নামের বিখ্যাত মাসিক পত্রে অমলের 'খাতা' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। তারা হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছে। এক সময় বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে অমলের বিয়ে হয় এবং সে বিলেত চলে যায়।

'বলাই' গল্পে বলাই-এর বাবা বিলেতের এঞ্জিনীয়ার। বলাইকেও ওর বাবা বিলেতে নিয়ে যাবে।

'সম্পাদক' গল্পে দুই জমিদারের দলাদলি খবরের কাগজের গালাগালি হয়ে ওঠে। জাহিরগ্রামের কাগজের সম্পাদক একজন প্রহসন লেখক। সম্পাদকি নেশায় তিনি বাস্তব সংসারকে ভুলে গিয়েছিলেন।

'দর্পহরণ'-এর হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী নির্ঝরিণী দেবী ভালো কবিতা ও গল্প লিখতে পারে। এই ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রের মন আহত অভিমানে ভরে ওঠে। স্ত্রীর খ্যাতিতে স্বামী হিনতা বোধ করে – ব্যাপারাটি বুঝতে পেরে নির্ঝরিণী শেষ পর্যন্ত লেখা ছেড়ে দেয়। নির্ঝরিণী সাহিত্য বোঝে এবং ভালো লেখে – এর থেকে আমরা ঘটনাকালের একটা আন্দাজ করতে পারি। উনিশের শেষ এবং বিশের শুরুর সময়ে বাংলা সাহিত্য চর্চায় অনেক লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁদের কথা আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসএর পাতায় পাই। কিন্তু যে লেখিকারা নানা কারণে প্রচারের আলোয় আসতে পারেন নি, তাদেরই মতো একজন লেখিকার জীবনকথা এ গল্পের বিষয়।

'পণরক্ষা' গল্পের বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে, - বংশীবদন বসাকের পৈত্রিক ব্যবসায় তাঁতে কাপড় বোনা। বিদেশ থেকে আমদানী করা সস্তা কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। তাঁত বোনা একটি অলাভজনক কারবার হয়ে উঠছে। যে বছর বংশী তার ভাই রসিকের বিয়ের জন্য পণের টাকা সঞ্চয় করতে চায়, সে বছরই বেশী আয়ের সুযোগ তৈরি হয়। লেখক সমকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, -

> "বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল।" [২৬]

রসিক রাগ করে তাঁতের কাজে হেলা করে গৃহত্যাগ করে। ঘটনাক্রমে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত ছাত্র সুবোধের আহ্বানে রসিক কোলকাতায় তাঁতের স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের আদলটি একটি চিঠির। মৃণাল পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও পড়াশুনা জানা, কবিতা লেখে। তার ভাই শরৎ কোলকাতার কলেজে এফ.এ. পড়ে, স্বদেশী করে। প্লেগের পাড়ায় ইঁদুর মারতে যায় (**১৮৯৮** থেকে **১৯০০** সাল পর্যন্ত কোলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। 'মাল্যদান' গল্পেও এই প্লেগের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্লেগ প্রতিরোধে চাঁদা তুলে হাসপাতাল খুলেছে, চুন বিলি করছেন। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পাড়ায় পাড়ায় তদন্তে যেতেন।)

মৃণালের স্বামী শিক্ষিত, চাকরি করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালির সভ্যতা-তীর্থ কোলকাতায়ও নারীর অপমানে সব পুরুষ প্রতিবাদ জানায় নি। তবে নারী নিজেই ঘর ছেড়ে চলে গেছে – এটা উচিত প্রতিবাদ।

'অপরিচিতা'-র কল্যাণীর বিশেষ কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। সে কন্যাদের শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে, তাই বিয়েও আর করবে না।

'তপস্বিনী' গল্পে - অভিভাবকের প্রত্যাশার চাপে বরদা ঘর ছেড়ে আমেরিকায় গিয়েছিল। বারো বছর পর সে কোন এক কাপড়-কাচা কল কোম্পানির ভ্রমনকারী এজেন্ট হয়ে ফিরেছে। ঘর ছাড়ার আগে বরদার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯০৭) - এর উল্লেখ আছে। গল্পের ঘটনা অবশ্যই ১৯০৭ এর পরবর্তী কালের।

'পাত্র ও পাত্রী'র সনৎকুমারের বাবা ডেপুটি ম্যজিস্ট্রেট, ঠাকুরদাও ডেপুটি ছিলেন। সে নিজে কুড়ি বছর বয়সে এম.এ. পাশ করেছে। সে বলেছে, -

> "আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়জোর হাটেবাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে।" [২৭]

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে প্রভুভক্ত বাবা ছেলের বাড়ি আসাই 'নামঞ্জুর' করে দিয়েছেন। খদ্দর পরাটা কোনো কোনো সময় 'সংস্কার'-এ পরিণত হয়েছে। বিদাশী বই ও কাপড় বর্জনীয় ছিল।

দেশের জন্য সুখের সংসারও বিসর্জন দেওয়া যায়, এমন উদাহরণ 'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী চরিত্রটি। গল্পের প্রেক্ষাপট, - ভারতের স্বাধীনতাকল্পে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। আফগানিস্থানের পথ দিয়ে অকুতোভয় বিপ্লবী অনীল সামনে চলে যাবেন। অনীল পলাতক হবার পনেরো দিন পর সংবাদ প্রকাশিত হয়। নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে এই বিপ্লবী অনিলের অন্তর্ধানের বিষয়টি মেলে।

'প্রগতিসংহার'-এর সুরীতি শিক্ষয়িত্রী, প্রিন্সিপ্যালের পদও পেয়েছিল, গ্রহণ করেনি।

'শেষ পুরস্কার' গল্পের খসড়ায় পাওয়া যাচ্ছে, হাই কোর্টের জজ জগদীশপ্রসাদের দিদি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস। মৃণালিনী – মেয়েদের হাইস্কুলে তৃতীয় বর্গের অঙ্কের শিক্ষয়িত্রী।

শিক্ষালাভের সাথে সাথে নারীরা মর্যাদা সম্পন্ন পদ ও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, এটা বিশ শতকীয় নারী প্রগতির নজির।

'বোষ্টমী' গল্পে রবীন্দ্র-জীবনের একটি বিশেষ পর্ব মেঘমুক্ত নির্মল স্বচ্ছ সকালের ফোটা পদ্মের মতোই প্রকাশিত হয়ে আছে। গল্পের সূচনা হচ্ছে, –

> "আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালির ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়; কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।" [২৮]

শিলাইদহের নির্জন প্রকৃতির কোলে পদ্মার উপর বোটে বসবাসের কথা বলেছেন তিনি, -

> "কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি।" [২৯]

'তিনসঙ্গী'র গল্প তিনটির কাল চেতনা সমকালকে ছাড়িয়ে নিত্যবর্তমানে উত্তীর্ণ। চলমান হিমশৈলের মতো বিপুল রবীন্দ্র গল্পসম্ভারের শীর্ষে এরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এদের ভাব ভাষা বক্তব্য এখনো অমলিন।

একটি ইঙ্গিত-ভঙ্গি, স্বভাব, কোনো একটি কাজ – এর মাধ্যমে জীবনের একটি টুকরোকে তুলে ধরতে গিয়ে- সেই জীবন এবং বক্তব্যের অনুকূলে একটি কালখন্ডেরও প্রয়োজন হয়। সমকালের পটে যে জীবন বর্ণনায়, যে মানবিক অনুভূতির উদ্ধারে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সমৃদ্ধ তার আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে ফুরিয়ে যাবার নয়। বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে, বিশিষ্ট সামাজিক পরিকাঠামোতে, বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরিমন্ডলে রবীন্দ্রনাথ যে ছোটোগল্পগুলি লিখেছিলেন তার রসাবেদন এখনো সমানভাবে পাঠক-হৃদয়গ্রাহী। অর্থাৎ সমকালের বিষয়ভিত্তিক সাহিত্যের আবেদন তৎকালেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্র–ছোটোগল্পের শরীরে সমকালের যে চিহ্ন রয়েছে তা তাঁর কালচেতনারই বিশিষ্ট নজির।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৭ /

জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৩৫

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' (নবম খন্ড), ৪৫ নং পত্র, ২৪-শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ (শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, ও দৌহিত্রকে লিখিত), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৭১ (১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দ), পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৪০৪, পৃ. ৯৪

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৮১৭

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), 'বর্ষাযাপন': সোনার তরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৭ / জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৫৩

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), 'বর্ষাযাপন': সোনার তরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৭ / জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'পোস্টমাস্টার', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৮

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'গিন্নি', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ২২

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'গিন্নি', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ২২

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), ''সম্পত্তি সমর্পণ': প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৪৪

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'মহামায়া': তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৩৮

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'দানপ্রতিদান', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৪২

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'মুক্তির উপায়': প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৬৪

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'স্বর্ণমৃগ', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৯৮

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'স্বর্ণমৃগ', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১০০

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'মধ্যবর্তিনী': তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৫৪

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'মধ্যবর্তিনী': পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৫৭

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'শাস্তি': প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৬৫

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'সমাপ্তি': দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৭৭

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'ঠাকুরদা': প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ২৭৪

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'প্রতিহিংসা': দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ২৮৫

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'ক্ষুধিত পাষাণ' বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ২৯১

২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'ইচ্ছাপূরণ' বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪,

পৃ. ৩১৪

২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'অধ্যাপক': প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৩৩৯

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'অধ্যাপক': প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৩৩৯

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'অধ্যাপক': দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৩৪২

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'পণরক্ষা', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৫৭০

২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'পাত্র ও পাত্রী', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৬৯০

২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'বোষ্টমী', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৬০৭

২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), 'বোষ্টমী', বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৬০৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা' (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর : ১৮৯১ -২০১০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন, ১৪২৩ / অক্টোবর ২০১৬, ISBN : 978-295-1292-5

২. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০২১ – ২০২২

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ' (অখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪

৪. পাল, প্রশান্তকুমার, 'রবিজীবনী' (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' (নবম খন্ড, শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁহার পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, ও দৌহিত্রকে লিখিত), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৭১ (১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দ), পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৪০৪, ISBN : 81-7522-065-1 (V.9) & ISBN : 81-7522-025-2 (Set)

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবন-স্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় (প্রকাশক – শ্রীপুলীনবিহারী সেন), কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩১৯, পুনর্মুদ্রণ – অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮